১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) এর ব্যর্থতায় সংক্ষুদ্ধ হয়ে ব্লাস্ট ও আলাপ কর্তৃক দায়েরকৃত জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার প্রাথমিক শুনানীঅন্তে হাসপাতালসমূহকে অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন না করার নির্দেশনা প্রদান করে মহামান্য হাইকোর্টের রুলজারি

আজ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং তারিখ, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ফারাহ মাহবুব এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান এর সমন্বয়ে গঠিত একটি ভার্চুয়াল বেঞ্চ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাসচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি); প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতি নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের কারণ দর্শিয়ে রুল ইস্যু করেন:

১. দেশে বিদ্যমান সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ প্রয়োজন বিশেষে যেকোন অসুস্থ ব্যক্তিকে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবে না- এরূপ বিধি নিশ্চিতকরণে বিবাদীগণের ব্যর্থতা কেন সংবিধানের ২৭, ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদসমূহের সুস্পষ্ট ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন সাপেক্ষ আইন বহির্ভূত, অকার্যকর বলে গণ্য হবে না;

২. কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে যে কোন মুহূর্তে যখনই হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসক এর নিকট আনা হোক না কেন, তারা উক্ত অসুস্থ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবে না, এবং, যদি কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে এরূপ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকে, সেক্ষেত্রে জরুরী সেবাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে এমন নিকটস্থ কোন হাসপাতালে উক্ত ব্যক্তিকে কেন প্রেরণ করা হবে না- এরূপ নির্দেশনা কেন বিবাদীদের প্রতি দেয়া হবে না;

৩. কোন বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক সমূহকে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার সময় এবং বিদ্যমান রেজিস্টার্ড হাসপাতাল বা ক্লিনিক সমূহের লাইসেন্স পুনবর্ধন করার সময়- উক্ত বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিক সমূহে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান বিভাগ আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে - এ বিষয়ক একটি শর্ত সংযুক্ত করে দেয়ার জন্য ১ ও ২ নং বিবাদীগণকে কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না;

রুল জারির পরবর্তী ০৪ সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব পেশ করতে হবে। এছাড়াও মহামান্য আদালত বিবাদীদের প্রতি নিম্নোল্লিখিত **অন্তবর্তীকালীন আদেশ/নির্দেশনাসমূহ** প্রদান করেছেন:

১. কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে যে কোন মুহূর্তে যখনই হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ এবং চিকিৎসকদের নিকট আনা হয়, তারা উক্ত অসুস্থ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবে না, এবং, যদি কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে এরূপ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকে, সেক্ষেত্রে জরুরী সেবাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে এমন নিকটস্থ কোন হাসপাতালে উক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে হবে - এ বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ক একটি প্রতিবেদন আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে;

২. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল বেসরকারী ও সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের একটি তালিকা, জরুরী চিকিৎসা সেবা বিভাগ বিদ্যমান রয়েছে এমন হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের একটি পৃথক তালিকা এবং ঐ সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিবরণসহ একটি তালিকা আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এ রীট আবেদনটি আগামী **১৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে পুনরায় 'আদেশ'** এর জন্য দৈনিক কজ লিস্টে থাকবে।

পটভূমিঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান হাসপাতাল এবং ক্লিনিকসমূহ কর্তৃক যেকোন অসুস্থ ব্যক্তি - যাদের যথাসময়ে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা না হলে মৃত্যু, স্থায়ী প্রতিবন্ধীতাসহ নানাবিধ শারীরিক জটিলতার শিকার হতে পারেন- এমন ব্যক্তিদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে বিবাদীগণের ব্যর্থতায় আবেদনকারীগণ সংক্ষুদ্ধ হয়েছেন। কোন না কোন অজুহাতে অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বর্তমানে বাংরাদেশে বিদ্যমান সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের একটি স্বাভাবিক চিত্র/চিরাচরিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ৯ জানুয়ারি ২০২১ ইং তারিখ জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলা নিবাসী আল্পনা নামের এক প্রসূতি নারীর তীব্র প্রসব বেদনা শুরু হলে নিকটস্থ মাদারগঞ্জ উপজেলা হাসপাতাল, জামালপুরের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসূতি নারীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাকে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে প্রসূতি নারীর তীব্র প্রসব বেদনা শুরু হলে সে নিকটস্থ বকুলতলা মৈত্রী ক্লাবে সন্তান প্রসব দানে বাধ্য হন। ২০১৬ সালে মেডিকো-লিগ্যাল প্রকৃতি/ পরবর্তীতে আইনী জটিলতা তৈরি হতে পারে একারণে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত এক ব্যক্তিকে পর পর ৩টি পৃথক বেসরকারী হাসপাতাল থেকে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরবর্তীতে চতুর্থ হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ে তিনি মারা যান। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে, আর্থিক সঙ্গতি/সামর্থ্য না থাকার কারণে অবসটেট্রিক ইস্যুতে জরুরী অবস্থায় থাকা এক প্রসূতি নারীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় নি; পরবর্তীতে মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুরের গাড়ী পার্কিং স্থলে উক্ত প্রসূতি নারী ২ জন নারীর সহায়তায় একজন মৃত সন্তান প্রসব করেন/জন্ম দেন। ২০১৮ সালে রাজনৈতিকভাবে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এবং জীবন সংশয়ে থাকা কোটা সংস্কারের আন্দোলনকারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরিকুল ইসলামকে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান না করেই জোরপূর্বক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হয়। ২০১৮ সালে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার প্রচুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে করোনা মহামারী সময়েও এই আশংকাজনক ধারা অব্যাহত থাকে এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর ভয়াবহরূপ ধারণ করে । ২১ মে ২০২০ ইং তারিখে 'ডেইলী স্টার' পত্রিকা কোভিড আক্রান্ত তিন (০৩) জন রোগীকে নিয়ে "victims of denial" শীর্ষক

একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, উল্লেখিত এ তিন জন রোগীর দুইজন রোগীই পরবর্তীতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় জরুরী স্বাস্থ্য সেবা না পেয়ে মারা যান।

বাংলাদেশে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত আইনী অবকাঠামো উন্নয়নে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং একাডেমী অব ল এন্ড পলিসি (আলাপ) যৌথভাবে রীট নং ১৮২৭/২০২১ মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটির বিবাদীগণ ছিলেন যথাক্রমে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহাসচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ডিজিএইচএস); প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল; প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

আজ হাইকোর্টে মামলাটির শুনানীতে আবেদনকারীগণ যথাক্রমে ব্লাস্ট ও আলাপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ব্যরিস্টার রাশনা ইমাম, আইনজীবী ব্যরিস্টার শারমিন আক্তার এবং আইনজীবী খন্দকার নিলীমা ইয়াসমিন। এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল জনাব সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd

ব্যরিস্টার রাশনা ইমাম
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
প্যানেল আইনজীবী, ব্লাস্ট
প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং নির্বাহী পরিচালক, আলাপ
মোবাইল: ০১৭১৪১৩৬০৭১
ই-মেইল: rashna_imam@hotmail.com
rashna.imam@akhtarimam.com

ব্যরিস্টার শারমিন আক্তার
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
সিনিয়র স্টাফ আইনজীবী, ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৭৪৪৩১১
ই-মেইল: sharmin1@blast.org.bd